মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে একজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়ন এলাকায় মুজিবনগর থানার এসআই (নিঃ) মোঃ আশরাফুল ইসলাম সংগীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন মোল্লার ছেলে মোঃ খায়রুজ্জামান লাভলুকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আসামি ভিডিও কলে দেখাচ্ছেন বাড়িতে, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

দুইটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। ভিডিও কল করে গণমাধ্যমকর্মীদের দেখাচ্ছেন তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পুলিশ বলছে, তিনি পলাতক রয়েছেন। এ নিয়ে জেলাজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা মেসেঞ্জার-হোয়াটসঅ্যাপের ভিডিও কলে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের দেখাচ্ছেন তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার গ্রামের বাড়ি কালীগঞ্জ উপজেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে যায় স্থানীয় থানা পুলিশের সদস্যরা। তবে সেখানে তাকে খুঁজে পায়নি পুলিশ।

অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। মিঠু মালিথার বিরুদ্ধে গত ৪ আগস্ট কালীগঞ্জে বিএনপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুটি মামলা রয়েছে। গত ৫ আগস্ট থেকে সে পলাতক রয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, গত শুক্রবার রাতে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। এ খবর স্থানীয়রা জানতে পেরে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে। পরে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পালাতে সহযোগিতা করে।

এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে আজ রবিার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়া।

এদিকে সংবাদ সম্মেলন চলাকালীন স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা ভিডিও বার্তা পাঠিয়ে দাবি করেন, ‘আমি কোথাও পালায় নি। আমি আমার গ্রামের বাড়িতেই আছি। ভিডিও কলে তিনি বাড়িতে থাকার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।’

সাংবাদিকদের ভিডিও কলে বাড়িতে থাকার সংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর থেকে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে। দুইটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বাড়িতে থাকার ভিডিও দেখালেও পুলিশ কেন তাকে গ্রেপ্তার করছে না।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন,‘স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিথা বাড়িতে আছে এটা গুজব। বিভ্রান্তি ছড়ানের জন্য সে এমনটা করতে পারে। পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়েছিল তাকে খুঁজে পাইনি।’

তিনি আরো বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে আমাদের থানায় দুটি মামলা আছে। শুনেছি ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ৫ আগস্টের পর থেকেই পলাতক রয়েছে।’

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে পালাতে সহযোগিতা করলেন বিএনপি নেতা

ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথাকে ভারতে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগসহ মিঠু মালিতার বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় দুইটি ও ঢাকায় একটি মামলা রয়েছে।

জানা গেছে, গত ৫ আগস্টেও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অঅওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে মিঠু পলাতক ছিলেন। সবশেষ গত কয়েকদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের এ নেতা জেলার মহেশপুরে অবস্থান করছিলেন। ওই এলাকায় থাকার সময়ে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার আশ্রয়ে থাকতেন তিনি। স্থানীয় কয়েকজন বিএনপি নেতা জিয়ার অফিসে তাকে বসতে দেখেছেন বলে জানান।

গত শুক্রবার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিতা। খবর পেয়ে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে স্থানীয় জনতা। পরে বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে পালাতে সহযোগিতা করে। এ ঘটনায় এলাকার মানুষের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার এক বাসিন্দা জানান, ৫ আগস্টের পরে মহেশপুর উপজেলা পরিষদের সামনে কয়েকদিন মিঠু মালিথাকে দেখেছেন। বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার সঙ্গে বেশ সখ্যতা আছে মিঠু মালিথার। ৪ দিন আগেও বিএনপি নেতা জিয়ার সঙ্গে তাকে মহেশপুরে দেখা গেছে।

জেলা কৃষকদলের সদস্য মোহাম্মদ উল্লাহ শাওকী তার ফেসবুক আইডিতে লেখেন, ‘৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর মহেশপুর বর্ডার দিয়ে একাধিক ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের নেতা এবং কর্মীরা ভারতে পালিয়ে গেছে বলে গেছে বলে জানা গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার

মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ সদস্য হাফিজুলের বাড়িতে পাচারের জন্য প্রস্তুত ছিল জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি, কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিন্টুর ক্যাডার নামে পরিচিত মিঠু মালিথা। খবর পেয়ে এলাকার জনসাধারণ বাড়িটা ঘিরে ফেলে এবং তাকে পুলিশে দেওয়ার জন্য খবর দেয়। কিন্তু আগেই খবর পেয়ে শীর্ষস্থানীয় সুবিধাভোগী নেতারা দ্রুত সেখানে ছুটে যায় এবং জনগণের কাছ থেকে মিঠু মালিথাকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে পালাতে সাহায্য করে। এ ঘটনায় প্রশাসন কেন নীরব ভূমিকা পালন করছে তা রহস্যজনক।’

মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া বলেন, ‘৫ আগস্টের পর মিঠু মালিথার সঙ্গে মহেশপুর শহরে কয়েকবার দেখা হয়েছে। শুনেছি তিনি এখানে তার খালাতো ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। তাকে ভারতে পালাতে আমি কোনো সহযোগিতা করিনি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমাকে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘বোয়ালিয়া গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা অবস্থান করছিলেন এমন খবর স্থানীয়রা জানায়। পরে পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে তাকে পাইনি।’

মেহেরপুরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদকসহ গ্রেফতার ৫

গত ২৪ ঘন্টার অপারেশন ডেভিল হান্টে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মূর্শেদ অতুলসহ মেহেরপুর জেলায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছেন সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মূর্শেদ অতুল, সদর উপজেলার শিংহাটি গ্রামের আওয়ামী লীগের সভাপতি মানারুল ইসলাম রয়েছেন।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে ও আজ মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোররাত পর্যন্ত জেলা পুলিশের পৃথক দল পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।

এছাড়া সদর থানা পুলিশ ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে এক আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেয়া হবে বলে জানান এসপি।

কোটচাঁদপুরে দুই যুবলীগ নেতা আটক

কোটচাঁদপুরে অপারেশন ডেভিল হান্টে যুব লীগের দুই নেতা পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

রবিবার দুপুরে তাদেরকে আটক করা হয়। পরে ওই দুজনকে কালিগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন মাতুব্বর।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়, রবিবার দুপুরে আব্দুল মালেক (৫৩) সাবদারপুর বাজার থেকে দয়ারামপুরে বাড়িতে ফিরছিলেন। এ সময় লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) লুৎফর রহমান তাকে আটক করেন। আব্দুল মালেক দয়ারামপুর গ্রামের মৃত তাহাজ্জেদ বিশ্বাসের ছেলে। তিনি দোড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ছিলেন।

অন্যদিকে বাবুল আহম্মেদ(৫০) কে আটক করেছেন স্থানীয় লক্ষিপুর বাজার থেকে। তিনি ওই গ্রামের শাখায়াত হোসেনের ছেলে। সে দোড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বলে দলীয় সুত্রে জানা গেছে।

লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) লুৎফর রহমান বলেন, আটকৃতরা হলেন দোড়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক। এদের মধ্যে আব্দুল মালেককে দয়ারামপুর বাজারের পাশ থেকে ও বাবুল আহম্মেদকে লক্ষিপুর বাজার থেকে আটক করা হয়।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, তাদেরকে আটক করে কালীগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। কারণ এ থানায় ওই সংক্রান্ত কোন মামলা নাই।

দেবাশীষ বাগচির মামলায় মৃদুলের ১ বছর জেল, ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুর অর্থঋণ আদালতে দেবাশীষ বাগচির দায়ের করা মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলের ১ বছর জেল, ৩কোটি ৬০ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত।

রবিবার মেহেরপুরে যুগ্ম দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন এ আদেশ দেন। সরফরাজ হোসেন মৃদুল মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক। বাদী দেবাশীষ বাগচি মৃদুলের ব্যবসায়ী সহযোগী ছিলেন।

আদেশে বলা হয়েছে, ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা জরিমানার ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা বাদীকে এবং ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে এ মামলায় তিনি যে কয়দিন হাজত খেটেছেন সে কয়দিন সাজার এক বছর থেকে কর্তন হবে।

আদেশ ঘোষণার সময় সরফরাজ হোসেন মৃদুলে মেহেরপুর কারাগার থেকে

আদালতে হাজির করা হয়। আদেশ ঘোষনার পর পুনরায় জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

মামলায় বাদি পক্ষে খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল এবং আসামি পক্ষে খন্দকার আব্দুল মতিন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

২০২৩ সালে সরফরাজ হোসেন মৃদুলের ব্যবসায়ীক পার্টনার দেবাশীষ বাগচি আদালতে এক কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের একটি মামলা করেন। যার মামলা নম্বর-৯০৭/২৩ (মেহেরপুর)।

মামলার এজহারে বাদী অভিযোগ করেন, পারিবারিক সূত্রে বহু বছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সঙ্গে আমার মূলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকা না পেয়ে আমি, আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আমার সঙ্গে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে একপর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললে তখন সে মৌখিকভাবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসা করে এবং আমাকে ২০২৩ সালের বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে। ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিশপে বসে আমাকে ২৪ জুলাই তারিখ দিয়ে রূপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করেন বাদী।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজঅনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে, গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ব্যাংক চেক ডিজাঅনার সার্টিফিকেট দেয়। আমি বিষয়টি আসামীকে জানালে সে আমাকে আজকাল করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। অতঃপর আমি বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাহেবের মাধ্যমে গত ৩০ আগস্ট আসামী বরাবর এন আই এক্ট ১৮৮১ এর বিধান মতে ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিয়া চেকে

উল্লেখিত এক কোটি আশি লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয় চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করি।

চেক ডিজঅনারের মামলায় করায় মন্ত্রীর ক্ষমতায় মৃদুল উল্টো দেবাশীষ বাগচীর বিরুদ্ধে চেক চুরির মামলা করে। পরে ওই মামলায় পুলিশ চেক উদ্ধারের জন্য দেবাশীষের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে হয়রানি করে।

ওই ঘটনার পরে গতবছরের ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু।

এদিকে, মামলার আদেশ ঘোষণার পর দেবাশীষ বাগচি মানু তার ফেসবুকে ‘আমিই মানু’ লিখে হাসিমাখা ছবি পোস্ট করেন।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের তিন নেতা গ্রেফতার

অপারেশন ডেভিল হান্টে মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান (৬০), গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফ স্বপন মাস্টারসহ তিন আওয়ামী লীগের নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আব্দুর রউফ স্বপন মাস্টারকে ও আব্দুল মান্নানকে তাদের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের পৃথক টিম।

গ্রেফতারকৃত আব্দুল মান্নান মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের এলাহী বকসের ছেলে ও কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রউফ স্বপন কাজিপুর গ্রামের হালশানা পাড়ার গিয়াস উদ্দীন মেম্বরের ছেলে ও আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অপর আটককৃত

হলেন, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের ২ নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া গ্রাম আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও মুজিনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বানী ইসরাইল ও মিজানুর রহমান জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমণ আইনে পৃথক মামলা রয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে তাদের আদালতে নেওয়া হবে।

অপারেশন ডেভিল হান্টে মেহেরপুরে ৭ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে মুজিবনগর থানা কর্তৃক পরিচালিত ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ চলমান রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় এই অভিযানের মাধ্যমে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেনমৃত শামসুদ্দীন মল্লিকের ছেলে ০৩ নং বাগওয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ কুতুব উদ্দিন (৫৭), মানিকনগরের মোঃ মোস্তাকিমের ছেলে মোঃ নজরুল ইসলাম (৪০), মোঃ হায়দার আলীর ছেলে মোঃ মাহাবুব ইসলাম (২৫), তারানগর এলাকার মৃত সৈয়দ আলী ঘরামীর ছেলে মোঃ শওকত ঘরামী (৬৫), মোঃ ইব্রাহীম ঘরামী (৬০), মোঃ শাহ জামাল (৫৮) ও মোঃ দুলু ঘরামী (৭০)।

মুজিবনগর থানা থেকে জানানো হয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া, জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

চলতি অপারেশন ডেভিল হান্টে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও তাঁতী লীগের ৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন, গাংনী থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মকসুদা খানম পিপিএম জানান, গ্রেফতারকৃতদের নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে নেওয়া হবে।